দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 19 MAR 2017
পৃষ্ঠা: ১৫ কলাম: ৫

গাংনীতে একমাত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৩০ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি

মানবেতর জীবন-যাপন করছেন শিক্ষকরা

■ আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, গাংনী (মেহেরপুর) সংবাদদাতা

জেলার গাংনী উপজেলায় শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান কাজীপুর স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৩০ বছরেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিওভুক্ত হয়নি। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। ১৯৮৮ সালে কতিপয় ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষক তাদের চাকরির বয়সসীমা পার করে শূন্য হাতে অবসরে চলে গেছেন।

এদিকে এ মাদ্রাসাটি অবিলম্বে এমপিওভুক্ত করতে শিক্ষামন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন শিক্ষকমণ্ডলীসহ এলাকার সচেতন মহল। সরেজমিনে জানা যায়, এ মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা হলেও শিক্ষকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। মাদ্রাসায় পাঁচজন শিক্ষক-শিক্ষিকা বুকে চাপা কষ্ট নিয়ে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে চলছেন। বিনাশ্রমে শিক্ষাসেবা দিয়ে গেলেও অর্থাভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন শিক্ষকরা। তারা জানেন না কবে নাগাদ তাদের প্রতিষ্ঠানটি এবং শিক্ষকগণ এমপিওভুক্ত হবেন।

এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মনোয়ার হোসেন জানান, উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম কাজীপুর ফুটবল মাঠপাড়ায় শিশুদের জন্য কোনো ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় প্রায় ৩০ বছর আগে এলাকার কতিপয় শিক্ষানুরাগী ছইরদ্দীন মুন্সী, ইউনুস আলী মাস্টার, নাজিমদ্দীন ও জিয়াউদ্দীন মাস্টারের প্রচেষ্টায় নিজস্ব জায়গায় কাজীপুর স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, মাদ্রাসায় বর্তমানে ১১৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এছাড়া পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে দুইজন মহিলা শিক্ষিকা বিনা পারিশ্রমিকে দীর্ঘদিন শিক্ষা সেবা দিচ্ছেন।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার এহসানুল হাবীব (ভারপ্রাপ্ত) বলেন, এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমি জানি। মাদ্রাসাটি নিয়ে আমরা অনেকবার লেখালেখি করেছি। এমনকি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডও কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের জানাননি। তবে প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হোক এটা আমি প্রত্যাশা করি।